OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 323 - 330
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারীর স্বতন্ত্র স্বর : প্রসঙ্গ কমল চক্রবর্তীর ‘সত্য-ব্রতী’

অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sunimaghosh70@gmail.com
ও
ইমাদুল আলি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : emadulali2013@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Novelist Kamal Chakraborty, Feminism, Satyabati, Satya-Brati, Mahabharata, deconstruct, Feminist.

Abstract
Since, Nineteenth century world literature was introduced to new thoughts and ideology. Bengali literature has also adapted these new ideologies and shaped around it. Beginning with social consciousness to nature consciousness then to feminism. These topics have been incorporated into various Bengali literature. If we solely focused on Bengali fiction, we can find numerous examples. From the works of Bankim, Rabindranath and Sharatchandra to contemporary novelist Kamal Chakraborty has been influenced by those new ideas and there is no end to the curiosity about women in the thought process of a novelist. Focusing on women, K. Chakraborty wrote the novel, Satya-Brati. At its core, Satya-Brati revolves around the life and thoughts of an ancient intellectual woman named Satyabati. Chakraborty portrays her as the world's first feminist who raises her own voice and expresses her thought in her own words. The novel explores how a simple village fisher-woman from Vedic era adapted to that civilization of that time and become a key figure in the Great Epic Mahabharata. Novelist Kamal Chakraborty reconstructs this ancient figure Satyabati with a distinctly feminist perspective. This paper aims to analyse how Kamal Chakraborty deconstruct Feminism in this novel according to the modern world.

Discussion

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বহুল চর্চিত বিষয় হল নারী স্বাধীনতা। আর এই মতবাদকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিশ্বে তৈরি হচ্ছে একাধিক নারীবাদী আন্দোলন। প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নর-নারীর মধ্যেকার যে লিঙ্গ বৈষম্য তারই অবসান এই আন্দোলনগুলির মুখ্য বিষয়। এখানে ‘পিতৃতন্ত্র’ শব্দ দ্বয়ের ‘তন্ত্র’-এর অর্থ করা হয়েছে শাসন, যার সঙ্গে যুক্ত হয় ক্ষমতা। যদি সমগ্র শব্দের আক্ষরিক অর্থ করি তাহলে দাঁড়ায় ‘পিতার শাসন বা পুরুষের শাসন’। স্পষ্টত নারীবাদ পিতৃতন্ত্রের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিপরীত কোনো তন্ত্র বা নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিতা নয়, তার প্রধান লক্ষ্য পিতৃতন্ত্রের বিনির্মাণ করে তাতে কেবল লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করা বা নারীকে স্থান দেওয়া। প্রসঙ্গত বলতেই হয়, আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য; যেখানে পুরুষ সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে আর নারীরা একই সমাজে বসবাস করে শুধুই বঞ্চিত হচ্ছে। বাধ্য হচ্ছে তারা নিঃস্ব ও অসহায় জীবনযাপন করতে। ফলে তাদের হাল সৌভাগ্যবান পুরুষের বিপরীতে অবস্থিত। সর্বোপরি তারা বিরাজ করে পুরুষের প্রথম স্থানের পরের স্থান দ্বিতীয়তে। তাই তো নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা, দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ কিংবা নাগরিক। এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত অবস্থানকে বিশিষ্ট নারীবাদী ফরাসি মনীষী সাইমন দ্য বেভোর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' বলে চিহ্নিত করেছেন। সমাজে নারীর এই দ্বিতীয় লিঙ্গে বা শ্রেণিতে পরিণত হওয়াই তার উৎপীড়ন-নিপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়াই। এমনকি তারা ধীরে ধীরে গৃহবন্দী রূপে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি দার্শনিক চালর্স ফুরিয়ার 'Feminism' (ফেমিনিজম) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বাংলায় এই 'Feminism' (ফেমিনিজম) শব্দের প্রতিশব্দ করা হয়েছে নারীবাদ। পশ্চিমা দেশগুলিতেই প্রথম Feminism বা নারীবাদ কেন্দ্রিক তত্ত্বগুলির উদ্ভাবন হয়। আর এই তত্ত্বগুলি ফলপ্রসূ হতে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর একেবারে দ্বিতীয় দশক থেকে। সারাবিশ্ব যখন বিশ্বযুদ্ধের আবহে ত্রাহিত্রাহি করছে তখন আমেরিকাতে একদল সচেতন সুশিক্ষিত নারী 'ন্যাশনাল উইমেনস্ পার্টি' (National Women's Party) গঠন করে ভোটাধিকারের দাবীতে 'হোয়াইট হাউস' (White House) —এর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশের বর্বরোচিত অত্যাচার সত্ত্বেও তারা সেদিন আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলে ফলস্বরূপ তারা পেয়েছে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভোটাধিকার। এইটাই ছিল তাদের তথা নারীবাদের প্রথম সাফল্য। পরবর্তীকালে নারীবাদীরা কেবল ভোটাধিকারের মধ্যে নিজেদের আর সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ তথা অর্থনীতি সর্বত্রই অধিকারের দাবী নিয়ে হাজির হলেন। ফলে নারীবাদ তত্ত্বে সংযুক্ত হয় লিবারাল নারীবাদ তত্ত্ব ও মার্কসীয় নারীবাদ তত্ত্ব। আর তখন থেকেই নারীবাদ জনমানসে একটা জায়গা নিতে শুরু করে। বিশেষ করে মার্কসীয় নারীবাদ তত্ত্ব নারীবাদকে উন্নতির চরম শিখরে উত্তীর্ণ করেছিল। কিন্তু এই দু'টি তত্ত্ব নারীবাদ তত্ত্বকে যতই সমৃদ্ধ করুক না কেন ১৯৬০-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নারীবাদ তত্ত্বের ভাবনাগত কিছু পরিবর্তন দেখা যায়; যা নারীবাদী তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায় রূপে বিবেচিত। এই সময় পর্বে অনেক নারীবাদী বিবাহ, পরিবারকেই নারী শোষণের জন্য দায়ী করেন আবার অনেকে মুক্ত যৌনতার কথা বলেন। এই প্রক্ষিতে নারীবাদ দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়— র‍্যাডিকাল নারীবাদ ও লেজবিয়ান নারীবাদ। মতান্তর কিংবা মতানৈক্যের পর নারীবাদীরা (১৯৭১-১৯৮০) আটের দশকে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের সাহায্য নেন। উদ্ভাবন ঘটে মনঃসমীক্ষণ নারীবাদের। তারা দেখালেন নারী ও পুরুষের লিঙ্গ পরিচিতি যে সম্পূর্ণ মনের তৈরি তার সঙ্গে শারীরিক প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ উত্তর নারীবাদে (Post-Feminist) চিরাচরিত আইডেনটিটিগুলি দুর্বল হতে থাকে। লিঙ্গ ও যৌনতা সম্পর্কে সমাজ জীবনের চিরাচরিত ভাবনাগুলি প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে। এই পর্যায়ের নারীবাদে উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-গঠনবাদ এবং বিনির্মাণমূলক ভাবনারও প্রভাব দেখেতে পাওয়া যায়। তবুও নারীবাদীরা যেন আজও মুক্তির স্বাদ পায়নি। তাই এখন নারীবাদী তাত্ত্বিকদের নিকট বড় প্রশ্ন হয়েছে উঠেছে— তাদের তত্ত্বের ভবিষ্যৎ কী?

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে আমরা নারীবাদের যে পরিচয় দিয়েছি তার ভিত্তি ভূমিতে রয়েছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ। বর্তমান অনুচ্ছেদে প্রাচ্যের তথা ভারত বিশেষ করে বঙ্গে নারীবাদের ভিত্তি কীভাবে প্রস্তুত হল তারই বিবরণ থাকবে। আমরা প্রায় সকলেই অবজ্ঞাত আছি যে— আমাদের দেশ ভারতে নারীরা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধর্মের নিয়মকানুনের দ্বারা দীর্ঘদিন শোষিত হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে নারীবাদ বা ফেমিনিজম তাই নারীকে সমাজের এতদিনের গৃহবন্দী, অসহায়, অপদস্থ থেকে উদ্ধার স্বরূপ এসেছে। নারীবাদ হয়েছে নারী মুক্তি বিষয়ক চিন্তার দর্শন। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে তাদের অর্থাৎ নারীদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং পুরুষের সঙ্গে একাসনে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই এই তাত্ত্বিকের প্রয়াস। ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যেও এর কিছু প্রভাব সূচিত হতে দেখা যাচ্ছে; সেই দিক থেকে কমল চক্রবর্তীর *সত্য-ব্রতী* উপন্যাস তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ঔপন্যাসিক *সত্য-ব্রতী*-র প্রচ্ছদেই ঘোষণা করেছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কয়েক হাজার বছর আগে লেখা মহাভারতের অন্যতম চরিত্র সত্যব্রতী। তিনিই পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী। সত্যবতীর জীবন ও ভাবনা নিয়ে এই উপন্যাস সত্য-ব্রতী।"[১]

শারদীয়া এই সময় পত্রিকাতে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সময় ২০১৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১ বৈশাখ ১৪২৮ (২০২১), প্রকাশনী অভিযান পাবলিশার্স। *সত্য-ব্রতী* নারীবাদী উপন্যাস বলেই হয়তো তিনি উপন্যাসটিকে উৎসর্গ করেছেন একজন নারীকে, তিনি শ্রীমতী জয়তী চক্রবর্তী। যার সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "যিনি বনসৃজনকে আমার প্রিয় পথে বিদ্যালয়, চিকিৎসা, পাঠাগার, চাষবাসের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং সম্পূর্ণ নিবেদন করেছেন।"[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই উপন্যাসের আখ্যান *মহাভারত* থেকে গৃহীত। এই *মহাভারত* সম্পর্কে কমল চক্রবর্তী বলেছেন—

> "এই পৃথিবী একবার 'একটি গ্রন্থ' রচনা করেছে। যাবতীয় রমা, রমেশ, লায়লা মজনু, রাধাকৃষ্ণ, দেবদাস, ইন্দ্রনাথ, জয়সিংহ, রোহিণী, নবকুমার, রোমিও জুলিয়েট, আর কী বলছি, সব ওই আকারে। কী একখানা 'অভিধান' হে! পৃথিবীর ইতিহাস, মানুষের, খুবই কয়েকদিনের। তাতে একটা গ্রন্থ ভালোভাবে পড়লেই হয়। অনুসারী, মেঘদূত বা মেঘনাদ কাব্য ভালো! নিশ্চয়ই আমার টেমপেস্ট বা ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট পড়ব! পড়তে হবে, জাঁ ক্রিস্তফ, মাদাম বোভারি, পুতুলনাচ, পঞ্চগ্রাম, আরণ্যক, ঢোঁরাই, ডলস হাউস, থ্রি পেনি অপেরা, ওয়েটিং ফর গোডো, হ্যাঁ ওই গ্রন্থজাত। বাইপ্রোডাক্ট!"[৩]

হায়দ্রাবাদে চোখের হাসপাতালে চোখ দেখাতে গিয়ে মাত্র ১০/১২ দিনে *সত্য-ব্রতী*-র রচনা করেন কমল চক্রবর্তী। *মহাভারত*-এর আখ্যান যেমন পর্বের বিভাজনে গড়ে উঠেছে তেমনই 'পর্ব'-এর উল্লেখ্য আছে *সত্য-ব্রতী*-র আখ্যানেও। সর্বমোট এগারোটি পর্ব ('আদি পর্ব', 'লোল পর্ব', 'বসু পর্ব', 'নির্জন পর্ব', 'ধ্বংস পর্ব', 'মদন পর্ব', 'অন্ধকার পর্ব', 'সিংহাসন পর্ব', 'অস্ত পর্ব', 'শূন্য পর্ব', 'শ্মশান পর্ব') এতে রয়েছে। এখানে পর্বের উল্লেখ থাকলেও মহাভারতের বিশালতা নেই, কাহিনির পরিসমাপ্তিতে ঔপন্যাসিক খরচ করেছেন মাত্র ৮৬ পৃষ্ঠা। *সত্য-ব্রতী* আখ্যানের মূল কেন্দ্রে রয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত *মহাভারত* প্রধান মহীয়সী সত্যবতী।

কমল চক্রবর্তী বহির্বঙ্গের শহর জামশেদপুর থেকে প্রকাশিত *কৌরব* লিটল ম্যাগাজিনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কবি তথা গদ্যকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আমাদের মনে ঈর্ষা জাগায়। শক্তি, সাধন, সুনীল প্রমুখরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো কমল চরিত্রকে স্মরণীয় করেছেন *মহাজীবন* উপন্যাসের মাধ্যমে। তাছাড়া সুবোধ সরকার লিখেছেন—

> "একদিন আমি তাঁকে কফি হাউসের যুবরাজ হিসেবে দেখেছি। একদিন আমি তাঁকে পার্ক স্ট্রিট শাসন করতে দেখেছি। একদিন আমি তাঁকে সন্দীপন শক্তি সুনীলের সঙ্গে চাঁদ ধরতে দেখেছি।"[৪]

এই ব্যক্তিত্বের আরও একটি বিশেষ দিক তিনি ব্যতিক্রমী সমাজসেবী। অরণ্যের সেবা থেকে শুরু আদিবাসীর পরিচর্যায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পূজিত দেবতা 'বৃক্ষনাথ'। তিনি নিজেকে 'ফরেস্টার' নামে পরিচিত করাতে ভালোবাসেন। তাই তাঁর অসংখ্য রচনায় অরণ্য চিত্রমালার ভূমিকায় অবতীর্ণ। বৃষ্টিহীন ভূমির দগ্ধ কংকাল, আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপন, ডাইনির সন্ধান। ইঁদুর ও সাপের মাংস পুড়িয়ে নুন মেখে খাওয়ার বর্ণনার পাশে সংস্কৃতি-গৌরবী সভ্যতার বিরোধিভাসী প্রতিন্যাস।[৫] জীবনের বস্তুনিষ্ঠ ছবি যেন তাঁর রচনায় সমান্তরাল এগিয়ে চলেছে তাতে কোন অতিরঞ্জিত করার চেষ্টাও নেই। এই জাতীয় রচনার সঙ্গে ছয়ের দশকের বাঙালি পাঠককূল একেবারেই অপরিচিত ছিল কিন্তু সাতের দশকে কিছু কিছু শিল্পীর রচনায় তার নমুনা পাওয়া যায়। যাঁর মুখ্য রচয়িতা আমাদের কমল চক্রবর্তী। পত্রিকার প্রয়োজনে কমল চক্রবর্তীর গদ্য বা উপন্যাসের চর্চা। *আমার পাপ* উপন্যাস দিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে তাঁর উপন্যাস সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনচল্লিশটি। সর্বশেষ উপন্যাস *মেঘলা টেবিল*, বোধন শারদীয়া ১৪৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

আমরা জানি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত *মহাভারত-এর* আদিপর্ব, শান্তিপর্ব ও অশ্বমেধ পর্বে সত্যবতীর প্রসঙ্গ আছে। আদি পর্বের কাহিনিতে সত্যবতীর জন্মকথা, রাজা শান্তনুকে বিবাহ করে সত্যবতীর রাজরানি হওয়া, ভীষ্মের আজীবন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রহ্মচারীর শপথ; আর শান্তিপর্বে সত্যবতীর জীবনের খণ্ডচিত্রসহ শান্তনু ও ভীষ্মের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা এবং অশ্বমেধ পর্বে রয়েছে সত্যবতীর বংশধরদের প্রসঙ্গ। কমল চক্রবর্তী এই পর্বগুলির কাব্য-কাহিনিকে *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। প্রাচীন এই কাব্য-কাহিনিকে উপন্যাসের রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। প্রথমত তিনি এই ধ্রুপদী সাহিত্যের বিনির্মাণ করেছেন আধুনিক সময়ের আলোকে। *সত্য-ব্রতী*-তে *মহাভারত-এর* পটভূমি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক দিকের বিশ্লেষণ থাকলেও নারীবাদ অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। ঔপন্যাসিকের দীর্ঘ দিনের *মহাভারত*-এর পাঠ *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসের কাহিনি রচনাতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর কাছে *মহাভারত* নব নব রূপে উন্মোচিত—

> "ছোটোবেলায় যখন পড়া তখন, কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ। যৌবনে, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব। প্রৌঢ়ে, কৃষ্ণপ্রেম এবং ধর্মের জয়! আদতে একটি ধর্মগ্রন্থ। ...আসলে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ, এক আশ্চর্য নির্মাণ!"[৬]

হয়তো *মহাভারত*-এর প্রথম পর্বের নাম অনুসারে তিনিও *সত্য-ব্রতী*-র প্রথম পরিচ্ছেদের নাম করেছেন 'আদিপর্ব' আর বাকি দশটি পর্বের নাম তাঁর কল্পনাপ্রসূত। *মহাভারত*-এর আদিপর্বের কাহিনি আর উপন্যাসের আদিপর্বের কাহিনিতে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে যে ধীবরপাড়ার কর্মব্যস্ততা, শান্তনুর স্ত্রী-বিরহ ও তার নিজ রূপের বর্ণনা, মীন উৎসবের যে চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন *মহাভারত*-এ তা অনুপস্থিত। এছাড়া এই পর্বে আরও এমন অনেক বিষয়কে ঔপন্যাসিক আনয়ন করেছেন যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত *মহাভারত-এ* নেই। পাঠকের কাছে এই পর্বের পাঠ কেবলই নায়ক-নায়িকার পরিচিত পর্ব বলে পরিগণিত হবে। কমল চক্রবর্তী নারীবাদের কথা এই পর্বে নেই। বরঞ্চ তিনি বেশ কিছু সমাজ প্রচলিত নারী বিদ্বেষের কথাকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন, -

> ১. বয়স্করা রাজা শান্তনুকে বিয়ে করার প্রসঙ্গে বলেছেন—
> "শান্তনু! সোনার আংটি বাঁকা হয় না। ভাগ্যবানের বউ মরে। তুমি আবার বিয়ে করো।"[৭]
> ২. রাজা শান্তনুকে গঙ্গার ছেড়ে যাওয়ায় গঙ্গাকে সমাজ —
> "...যত্তসব অলবড্ডে, দুষ্টু! বউ, না মাছের কাঁটা!"[৮] বলে সম্বোধন করেছেন।

কমল চক্রবর্তী *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম করেছেন 'লোল পর্ব'। 'লোল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হল অস্থির, চঞ্চল, লোভী বা কামুক। কমল চক্রবর্তী এই উপন্যাসে লোল শব্দটির ব্যবহার করেছেন কামুক অর্থে। এই পর্বে ঋষি পরাশরের কামুকতার সঙ্গে নারীবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যবতী, জয়শীলা ও ভদ্রার কথোপকথনে নারীবাদী ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যবতী জয়শীলাকে নির্দ্বিধায় বলেছেন—

> "জানিস তো পুরুষ মানুষ আমার অপছন্দ। পুরুষদের অনেক খুঁতখুঁতানি। অনেক চাহিদা। মেয়েরা, চাকর। মেয়েদের ব্যবহার করো আর ছুড়ে দাও। ...পুরুষের স্বভাব, কস্তুরী মাখো, রেণু মাখো, চন্দন মাখো। কানে দুল, নাকে ফুল, গলায় হার। তারপরও বলবে, হল না। পান্তির মতো হয়নি, কাঞ্চির মতো পারো না। আমি কোনো দিনও বিয়ে করব না। পুরুষদের ঘৃণা করব, শেষ করব। দেখিস। পায়ে, ঢেলায় আঘাত! ...বুঝিয়ে ছাড়ব, পুরুষ কত কাঙাল, ভিখিরি, পৃথিবীর অযোগ্য সন্তান। নারী শ্রেষ্ঠ।"[৯]

এমনকি গভীর তপস্যার জন্য নারী থেকে হাজার হাত দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও সত্যবতীর সৌন্দর্যে ঋষি পরাশর মোহিত হয়েছে। তিনি জানেন - "নারী গমনে, যাবতীয় সাধনা, সৃজন, ঈশ্বর-মিলন, নষ্ট, ভ্রষ্ট"[১০] হয়। তবুও সত্যবতীর নশ্বর শরীরে পরাশর বিভোর হয়ে বংশধর চায়। হাজার বছরের পুণ্যকে সত্যবতীর শরীরে আহুতি দিয়ে পরাশর তাতে কাছে পাওয়ার আবেদন জানালে সত্যবতী বলেন—

> "পুরুষেরা এক-একজন ভণ্ড, শঠ, প্রতারক, নষ্ট, ক্লেদ।... —ছিঃ! আমি পুরুষ সমাজ ঘৃণা করি। আমাকে ছোঁবেন না! পা ছাড়ুন, ছিঃ! যদিও উপরিচর বসু আমার পিতা, ...কুৎসিত, কামুক, নষ্ট পুরুষপিতা, যিনি পুত্রসন্তানকে গ্রহণ করেছেন। কন্যা হওয়ার কারণে আমাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছেন। বড়ো হয়ে জানতে পেরে, ওই পুরুষজাতি আমার শত্রু!... পুরুষপ্রধান সমাজ আমি ছিন্নভিন্ন করে, ধ্বংস করব।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> একা, এই হীন, চক্রান্তকারী, কামুক, লোভী, পরস্বাপহারিণী পুরুষকে সারমেয় তুল্য করে ছাড়ব, আমি সত্যবতী।"[১১]

এসব বলা সত্ত্বেও সত্যবতী শেষপর্যন্ত পরাশরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণের মূল্যে মৎস্যগন্ধা নাম ঘুচে গিয়ে হয়েছে যোজনগন্ধা, জন্ম দিয়েছেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের দ্বৈপায়নের তবুও তার কুমারীত্ব, সতীত্ব অটুট। আর এই দ্বৈপায়নই *মহাভারত*-এর রচয়িতা; নারীত্বের শ্রেষ্ঠ উপহার বা উপচার। দ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই দ্বৈপায়ন নাম হয়। বিদায়লগ্নে ঔপন্যাসিক পরাশরকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তা নারীবাদী ভাবনারই প্রকাশ করে—

> "শোনো, সত্যবতী একটা কথা বলছি। প্রভু নয়, ঋষি নয়, নাথ নয়, তুমি আমাকে একবার পরাশর নামে ডাকো। ...নারীবাদী রমণীর চোখে চোখ।"[১২]

—বর্তমান সমাজ এখনও একজন নারী একজন পুরুষকে নাম ধরে ডাকবে এটা ভালো চোখে দেখে না। কিন্তু কমল চক্রবর্তী সমাজ প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

সত্য-ব্রতী উপন্যাসের 'বসু পর্ব'-এ সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্তের একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত কৌতূহলজনক হলেও সমগ্র *মহাভারত* তথা উক্ত উপন্যাসে এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু কমল চক্রবর্তীর *সত্য-ব্রতী* সেহেতু এখানে মহাভারত-এ জন্মবৃত্তান্তের তাৎপর্য যে কী সেটা উহ্য থাকবে। ঔপন্যাসিকের সাবলীল বর্ণনায় মহারাজা বসু তথা উপরিচর বসু–গিরিকা, অপ্সরা অদ্রিকা মতো চরিত্ররা মহাভারতের গুরুগম্ভীর পরিবেশ থেকে যেন মুক্তি পেয়েছে। তাদের সংলাপ সমসাময়িক যুগের সাধারণ নর-নারীর সংলাপ। ঋতুস্নান গিরিকা সন্তান কামনায় প্রস্তুত কতক্ষণে উপরিচর আসবেন এবং মিলন হবে, সার্থক হবে তার নারী জন্ম কিন্তু সে জানেনই না ভাগ্যের পরিহাস; যে ইহজন্মে তার মা হওয়ার আশা পূর্ণ হবে না। অন্যদিকে মিলনে উৎকণ্ঠিত উপরিচরে পিতৃলোকের নির্দেশে মিলন অসমাপ্ত করে মৃগয়ায় যেতে হয়। এই অসমাপ্ত মিলন ঔপন্যাসিক মেনে নিতে পারেননি; গিরিকার হয়ে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন তা তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করে—

> "রাজপ্রাসাদে, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, নির্যাতিত, কামনায় ছারখার, অপমানিত শরীর, গিরিবালা! নারী-জন্মের দুর্মর অভিশাপ! কেন রাজা, এই রভসপ্রত্যাশীকে প্রত্যাখান! কেন মৃগয়া! আজই, চরম লগ্নে। ছিঃ। না, আদতে উপরিচর, গিরিবালার প্রতি উপগত। ...নারীর মর্যাদা, পুনর্বার লঙ্ঘিত ও অবহেলিত! সেই 'পুরুষ'! এবার প্রত্যক্ষ নয়, পূর্ব।"[১৩]

অপরপক্ষে মৃগয়ায় গিয়ে যৌনকাতর উপরিচরের মানস-সংগমের ফলে বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য গিরিকার প্রাপ্য ভেবে এক শ্যেনপক্ষীকে বীর্য প্রেরক রূপে নিয়োগ করে উপরিচর কিন্তু নিয়োজিত শ্যেনপক্ষী আর এক শেন্যপক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় বীর্য গিরিকার কাছে পৌঁছায় না। শালপাতায় আবৃত মূল্যবান বীর্য যমুনার জলে পতিত হয়। শাপভ্রষ্ট অপ্সরা অদ্রিকা উপরিচরের বীর্য গিলে দশ মাস দশ দিন পর যমজ সন্তানের জন্ম দেয়। এই যমজ সন্তানের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র সন্তানকে উপরিচর গ্রহণ করলেও কন্যা সন্তানকে দাস ধীরবকে প্রাপ্তি স্বরূপ দেওয়া হয়। এই প্রাপ্তির কারণ ধীবরের জালে অপ্সরা অদ্রিকার ধরা পড়া। অদ্রিকাকে ইন্দ্র বলেছিলেন তোমার গর্ভ থেকে মানবশিশু জন্মালেই তোমার শাপমোচন হবে এই বলা আমাদের আপেক্ষিক মনে হলেও ঔপন্যাসিকের কাছে তা নারীমুক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন। এই নারীমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "ঈশ্বর, নারীকে যেমন শারীরিক শক্তিতে কিছু ঘাটতি, তেমন এক অপার সুধা, মূর্ছনা, মর্মবাণী, অফুরন্ত লোভ্রেণু, অধরা মাধুরী, আকুল পরান, আপ্লুতলাবণ্য দিয়েছেন। ...ঈশ্বর ইচ্ছে করে নারীর ছলায়, কলায়, মোহজাল, রং, রোশনাইয়ে এমন একটা প্রতিরোধ, যে মানুষ, ছিঁড়ে ঢুকতে পারে না। যাঁরা পারেন, তাঁরাই, ভুবনজয়ী। শুধু নারীকে মুঠো করতে পারলেই ভুবন নয়। নারীকে বুঝতে পারলেই, অমৃত। যাঁরা, যেসব মহাপুরুষ, দার্শনিক বলেছিলেন, নারী নরকের দ্বার, তাঁরা অসুস্থ। নারীকে ভোগ্যপণ্য, ভেবেছেন! ঠিকঠাক সফল যৌনতা না হওয়ায়, ওই দুঃস্থ ভাবনা। ভয়ে নয়, কামনায় নয়, লোভে নয়, আনন্দে, আহ্লাদে, চামুণ্ডা, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কোনো সেরা দার্শনিকের।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এমনকি এই পর্বে অদ্রিকার কণ্ঠেও নারীবাদী স্বর উচ্চারিত হয়েছে। উপরিচর যখন কন্যা সন্তান বলে সত্যবতীকে রাজপ্রসাদে তুলেনি তখন অদ্রিকা আহত হয়েছে। বেদনার্ত হয়ে অদ্রিকা তাই রাজা উপরিচরকে বলতে পেরেছেন—

> "এ অন্যায়। কন্যাসমাজের অপমান! হায় দুস্থ পুরুষ। রাজা হয়েও এ তোমার কী অসুস্থ প্রস্তাব।"[১৫]

'নির্জন পর্ব' ও 'ধ্বংস পর্ব' দু'টিতে ঔপন্যাসিকের নারীবাদী ভাবনার চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে। 'নির্জন পর্ব'-এ দেখা যায়, সত্যবতী পরাশর সংগমে আনন্দিত, গর্বিত। কিন্তু উপরিচরের প্রত্যাখ্যান সত্যবতীকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছে। কিছুতেই সে মেনে নিতে পারেনি–এক মায়ের আরেক সন্তান সহোদর রাজ আর সে কীভাবে সাধারণ জেলেনি? সহোদর রাজার বিরুদ্ধে নেই কোন অভিযোগ। তাকে কেউ বলে না — "রাজার গায়ে গন্ধ /রাজা ভারি মন্দ"[১৬] বরঞ্চ তাকে সবাই সমীহ করে। অন্যদিকে সত্যবতীকে দেখলে যুবকরা বলে - "ওই আসছে আঁশচুবড়ি।"[১৭] এই আঁশচুবড়ির জন্য কে দায়ী উপরিচর, প্রেতলোক, গিরিকা, শ্যেনপক্ষী, ব্রহ্মশাপ না-কি অপ্সরা অদ্রিকা। সত্যবতী কিন্তু সব সমস্যার জন্য পিতা উপরিচরকে দায়ী করেন। তাই পিতার প্রতি তার বিদ্বেষ স্বর ধ্বনিত হয়েছে যা নারীবাদী স্বরের সমগোত্রীয়—

> "কে পিতা? জন্ম দিলেই পিতা! আমি মানি না! ঘৃণা করি! পিতা নয়, সমাজের শত্রু! কলঙ্ক! পিতা নয়, রাক্ষস। যে নিজের রক্তের কন্যাকে প্রথম দিনেই আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে, সে পিতা! না, পিশাচ।"[১৮]

সত্যবতীর উপরিউক্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুধু পিতার প্রতি লক্ষিত হয়েছে তা নয়, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ঋষি পরাশরের নিকটেও সমভাবে প্রকটিত। বিদায়লগ্নে পরাশরের প্রতি সত্যবতী সম্ভাষণ—

> "তোমার বীর্য আমার গর্ভে? তাই তো? ভুলে যাবে না তো? বলো পুরুষ, ভুলে যাওয়া তোমাদের চরিত্র। কোথায়, কখন বীর্যস্খলন করো, মনে থাকে না!"[১৯]

'নির্জন পর্ব'-এ ঔপন্যাসিক নারীবাদ ভাবনা ছাড়াও সত্যবতীর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সৌন্দর্য স্বর্গের অপ্সরাদের হার মানাবে। কিন্তু ঔপন্যাসিক 'ধ্বংস পর্ব'-এর বিষয়কে দ্ব্যর্থক করে প্রকাশ করেছেন। এখানে রাজা শান্তনুর কামে ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে নারী স্বরও মূখ্য হয়েছে। সত্যবতী বয়স্যা বা সহচরীদের (সুললিতা ও অনুমিতা) বলেছেন—

> "সোনার আংটি বাঁকা হয় না। ঋষি নারীসঙ্গ করেও ফের ঋষি। আর আমরা পুরুষ-সঙ্গ করা মাত্র ধর্মচ্যুত, অসতী, কলঙ্কিনী, কুলটা। এই হল পুরুষ সমাজে নারীর মূল্যায়ন।"[২০]

অনুরূপ স্বরের প্রকাশ ঔপন্যাসিক কমল চক্রবর্তীও করেছেন—

> "নারী, যৌনতার পর অপ্রয়োজনীয়। নারী, শরীরের পর বিদায়। নারীর, একাধিক পুরুষসঙ্গ করার অধিকার নেই। নারী, সর্বদা পুরুষের আশ্রিতা। পরাধীন।...নারীর নিজস্ব কোনো প্রতিভা নেই, সন্ন্যাস নেই, ঋষিত্ব নেই। পুরুষের শিল্প, সৃজন, নির্মাণের হলুদ গুঁড়ো। যা দিলে রান্না রঙিন হয় মাত্র। হলদে। স্বাদে, তারতম্য হয় না।"[২১]

'মদন পর্ব' *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসের সর্ববৃহৎ পর্ব বা পরিচ্ছেদ। পর্বটি সংলাপের আকারে রচিত হয়েছে। সংলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে সত্যবতী ও রাজা শান্তনু; আর সহ সংলাপকারিণীর ভূমিকায় দেখা যায় দাস ধীবর ছাড়া সুললিতা, মধুলিকা, অনুমিতা ও ভদ্রা নামক সহচারিণীদের। পঞ্চ নারীর কণ্ঠের দ্বারা নির্মিত এই পর্বে ঔপন্যাসিক পুরুষশাসিত সমাজকে এক প্রকার তুলোধোনা করেছেন। মেয়েরা যে পুরুষের ভোগ্যপণ্য ও অবসার বিনোদনের উপাদান নয় একথা ভদ্রা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে। রাজা শান্তনু পুষ্পের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যমুনাতীর আসে। তিনি জানেন না এই অদ্ভুত সুগন্ধ পুষ্প কিংবা পুষ্পবৃক্ষের নয় সত্যবতীর। রাজার এই হন্যে হয়ে পুষ্পের ঘ্রাণ সন্ধানকে সখীরা পুরুষের 'ঘ্রাণ-রোগ' বলে সম্বোধন করেছে। অবশেষে রাজা শান্তনু তিনদিন পর যখন ঘ্রাণের বা সত্যবতীর সন্ধান পেয়েছে তখন সত্যবতী কর্মব্যস্ততার অছিলায় রাজাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। শান্তনু ভাবতে পারেননি এ দেশে এমন কোন নারী আছে যাকে এতটা অনুরোধ করতে হবে সহধর্মিণী রূপে পাওয়ার জন্য। ভাবতে পারেননি যে সত্যবতী তার বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবে। এমনকি রাজার উপঢৌকনাদিকে সত্যবতী সাগ্রহে গ্রহণও করেননি। বাড়ি ফিরে সত্যবতী পালক পিতা দাস রাজকে বলেছেন—

> "রাজা শান্তনু আজ এসেছিলেন। প্রাসাদে নিয়ে যাবেন। বিয়ে করবেন। কাল হয়তো আপনাদের কাছে আসবেন। স্পষ্ট বলে দেবেন, হবে না। আমি বিয়ে করব না। বিয়ে করে সারা জীবন দাসী হতে পারব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> না। পিতা আমি স্বাধীন। নদীর মতো, আকাশ, দখিনার মতো। পিতা আমাকে বিয়ে দেবেন না! ...আর যদি জানতাম ওর ছেলেপুলে নেই, অকৃতদার, সে এক কথা! ওর, এক যোগ্য ছেলে, বড়ো। দেবব্রত। রাজা সে-ই হবে। আমার ছেলেরা তার মাথায় চামর দোলাবে। ফলে এই বিয়ে হবে না। বলে দেবে, হবে না।"[২২]

প্রত্যুত্তরে পিতা ধীবর বলেছেন—

> "আচ্ছা, আচ্ছা আমি বলব, যদি সত্যবতীর ছেলে রাজসিংহাসনে বসে, দেবব্রত বঞ্চিত হয়, তবেই ভাবা যাবে। নতুবা মেয়ে অনড়। দুঃখিত, মহারাজাধিরাজ! এই তো কথার মতো কথা!"[২৩]

কথামতো রাজা শান্তনুকে সত্যবতীর দেওয়া এই শর্ত নারী অধিকার বা সচেতনতার চরম প্রকাশ হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের কাহিনির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো 'অন্ধকার পর্ব', 'সিংহাসন পর্ব', 'অস্ত পর্ব', 'শূন্য পর্ব' ও 'শ্মশান পর্ব' নামক পর্বের সৃষ্টি করেছেন। পর্বগুলিতে সত্যবতীর শর্তকে মান্যতা দেওয়া, সত্যবতীর প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া থেকে দেবব্রত'র আজীবন ব্রহ্মচারী থাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। 'শূন্য পর্ব'-এ শান্তনুর বৃদ্ধ হওয়া থেকে দ্বিতীয় সন্তানের পিতা এমনকি সত্যবতীর মাতা অপ্সরার জন্মবৃত্তান্তের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসের শেষপর্ব অর্থাৎ 'শ্মশানপর্ব'-এ হাহাকার শোনা গেলেও সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিক সত্যবতীকে দৃঢ়-বলিষ্ঠ চরিত্র রূপে উপস্থাপন করতে সফল হয়েছেন। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য সামাজিক বৈষম্যকে দেখানো নয় বরং এসবের ঊর্ধ্বে উঠে নারীর নিজস্ব সত্তাকেই প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য। বর্তমান নারীর আত্মমর্যাদা, স্বাধীন চিন্তা এবং সর্বোপরি নারীর নারী রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে অদম্য আকাঙ্খা তা তিনি ব্যক্ত করেছেন সত্যবতী এবং অন্যান্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আর এখানেই *সত্য-ব্রতী* উপন্যাস পাঠের সার্থকতা।

Reference:

১. চক্রবর্তী, কমল, *সত্য-ব্রতী,* অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৪২৮, কলকাতা-০৯, পৃ. ব্যাক কভার
২. প্রাগুক্ত, পৃ. উৎসর্গ পত্র
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৪. চক্রবর্তী, মানস, *আর্যপত্র* (বইমেলা ২০২০) কমল চক্রবর্তী ৭৫ সম্মাননা সংখ্যা, সি ৪০৪, ভি আই পি এনক্লেভ, কলকাতা-৫৯, পৃ. ২০১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৬. চক্রবর্তী, কমল, *সত্য-ব্রতী,* অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৪২৮, কলকাতা-০৯, পৃ. ৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৮
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩